বিশ্বকাপ ফুটবলে

আজম মাহমুদ

উন্নত টেলিযোগাযোগ ও কমপিউটার প্রযুক্তির প্রয়োগ

বিশ্ব খেলাধূলার ইতিহাসে একটা সুবৃহৎ গেমসে এ পর্যন্ত যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তার সর্বসেরা প্রয়োগে সবচেয়ে সফলতম বিশ্বকাপটি অনুষ্ঠিত করার ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের আয়োজকগণ। বিশ্ব ফুটবলের সেরা প্রতিযোগিতা বিশ্বকাপ এই প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে।

১৯৯৪ বিশ্বকাপের জন্য তিনটি কোম্পানীকে সত্ব দেয়া হয়েছে প্রযুক্তি সরবরাহকারীর। এরা হচ্ছে টেক্সাস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক ডাটা সিস্টেমস (ইডিএস), সান মাইক্রোসিস্টেমস এবং স্প্রিন্ট। এরা প্রত্যেকে উচ্চতর তথ্য ও যোগাযোগ সিস্টেমের জটিল অংশসমূহ যোগান দেবে। একটা পূর্ণাঙ্গ সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ববিধি এ্যাপলিকেশনসমূহ উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে ইডিএস; সান মাইক্রোসিস্টেমস যোগান দেবে কমপিউটারসমূহ; স্প্রিন্ট ব্যবস্থাপনা করবে দুরপাল্লার কণ্ঠ, ভিডিও এবং ডাটা আদান-প্রদান।

এই সিস্টেমসমূহ বসানো হবে বিশ্বকাপের নয়টি মূল ভেনুতে এবং বিশ্বকাপ অফিসসমূহে। এটির কাজ হবে বিশ্বের ১৭০টি দেশের ৩১২০ কোটি টিভি দর্শক এবং সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে স্টেডিয়ামের ৩৬ লক্ষ দর্শকের কাছে ত্রুটিবিহীন তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করা।

বিশ্বকাপে সর্বপ্রথম

১৯৯৪ বিশ্বকাপ ফুটবলে এই প্রথমবারের মত ব্যবহৃত হবেঃ

– একটা একক গেমস বিষয়ের প্রতিযোগিতায় বৃহত্তম ক্লায়েন্ট/সার্ভার পরিবেশ সৃষ্টি।

– প্রতিযোগিতার প্রতিটি স্থানকে যুক্ত করা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ডিজিট্যাল ফাইবার অপটিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

– মানসম্মত ডাটা এবং ভিডিও ইমেজ উপস্থাপনের জন্য ডিজিট্যাল মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির ব্যাপকতর ব্যবহার।

– বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে উচ্চতর ব্যাজিং এবং নিরাপত্তা সিস্টেম যার সাহায্যে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, কোচ, সাংবাদিক, আয়োজক সংগঠকদের মাঠে বা বিশেষ এলাকায় প্রবেশের জন্য ব্যাজ নতুন করে প্রদান করা যাবে যদিও মূল ব্যাজটি এর আগে অন্য কোন ভেনুতে প্রদান করা হয়েছিল।

– বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে একজন সাংবাদিক ইংরেজী ও স্প্যানিশ ভাষায় রক্ষিত কম্পুসার্ভের বিশ্বকাপ ডাটাবেজ থেকে বুলেটিন বোর্ড সার্ভিসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যে কোন তথ্য চয়ন।

– সহজে ব্যবহারযোগ্য এন্টারএকটিভ সফটওয়্যার এপ্লিকেশণ সমূহের ব্যবহার।

প্রযুক্তি সহযোগী ইডিএস

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক অগ্রগতিতে সহায়তায় ইডিএস-এর সুনাম রয়েছে। বিশ্বকাপের প্রবেশ পত্র (এক্রেডিটেশন), নিরাপত্তা, মালপত্রের সরবরাহ ও বন্টন, বিশ্বকাপ সংবাদ সরবরাহ এবং দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনায় সারা বিশ্বকাপ ভেনু ও অফিস জুড়ে সিস্টেম উদ্ভাবন ও তা সমন্বয় করবে ইডিএস।

ইডিএস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কসমূহ অধিষ্ঠান তার ব্যবস্থাপনা করবে যাতে করে মিডিয়ার জন্য ফটো আইডেন্টিফিকেশন ব্যাজ থেকে শুরু করে প্রতিটি খেলোয়াড়দের পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত এবং সম্প্রচার ভাষ্যকারদের জন্য খেলায় যে কোন মুহূর্তের প্রকৃত ফলাফল সরবরাহ করা যায় সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে।

বিশ্বকাপে ইডিএস-এর এই সংশ্লেষের ফলে স্পোর্টস তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের পরিচিতির আরো বিস্তৃতি ঘটবে।

১৯৯২ বার্সিলোনা অলিম্পিকে ফলাফলের সিস্টেমের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করা ছাড়াও ইডিএস বর্তমানে মার্কিন সাইক্লিং ফেডারেশনকে বেশ কিছু প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করেছে। যার অন্যতমটি হচ্ছে ১৯৯৬ আটলান্টা অলিম্পিকে মার্কিন সাইক্লিং দলটি যেন ভালো ফলাফল করে সেই লক্ষ্যে আরো অধিক কার্যক্ষম একটি বাইসাইকেলের নকশা তৈরি করা। বর্তমানে বিশ্বের ৩০টি দেশে ইডিএস-এর অপারেশনে ৭০,০০০-এর অধিক লোকবল রয়েছে।

সান মাইক্রো সিস্টেমস

ওয়ার্কস্টেশন এবং সার্ভারে বিশ্বের প্রধান বিক্রেতা সান মাইক্রোসিস্টেমস হচ্ছে ১৯৯৪ বিশ্বকাপের একান্ত কমপিউটার সরবরাহকারী। তারা প্রায় এক হাজার সান কমপিউটার সরবরাহ করবে বিশ্বকাপের নয়টি প্রতিযোগিতা স্থানে এবং পাঁচটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে, যার একটি থাকবে আবার ইউরোপে।

পুরো নেটওয়ার্কটির মেরুদণ্ড হবে তিনটি সান SPARC সেন্টার ২০০০। এই শক্ত বুনোটের মেইনফ্রেম–ক্ষমতার সমতুল্য সার্ভার তিনটি বসবে নেটওয়ার্কের মূল কেন্দ্র ডালাসে এবং নিউইয়র্ক ও লস এঞ্জেলেসে।

প্রতিটি বিশ্বকাপ স্থাপনায় জটিল ও ব্যাপকতর কার্যাবলীর জন্য এই বিশাল নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হবে অসংখ্য সান ডেস্কটপ কমপিউটার। এছাড়াও সানের নেটওয়ার্ক মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (সাননেট ম্যানেজার) ব্যবহৃত হবে ইডিএস-এর বিশ্বকাপ কমাণ্ড সেন্টারে এবং নয়টি ভেনু বা স্টেডিয়ামে। এটির কাজ হবে কমপিউটার নেটওয়ার্ক সম্পদের মনিটর, ব্যবস্থাপনা এবং তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

এর ফলে ডিজিট্যাল ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের সাবলীল এবং নিরবিচ্ছিন্ন কার্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে পারবে সান। সান আরো সরবরাহ করবে সোলারিস সিস্টেম সফটওয়্যার, ডেভেলপমেন্ট টুলস, প্রোডাক্টিভিটি টুলস এবং ইডিএস-এর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করছে একটা নতুন ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা ও অফিস ব্যবস্থাপনা এপলিকেশন উদ্ভাবনে। এই সফটওয়্যারটি নিয়ন্ত্রন, সমন্বয়, সংবাদ প্রদান ও লজিটিক্স প্রদান করবে সাধারণ মানুষকে স্বীকৃত সংবাদপত্র প্রতিনিধি ও দলের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে।

স্প্রিন্ট

বিশ্বকাপের দুরপাল্লার কণ্ঠ এবং ডাটা ট্রান্সমিটের দায়িত্বে থাকবে প্রসিদ্ধ মার্কিন টেলিফোন কোম্পানী স্প্রিন্ট। বিশ্বব্যাপী ২২০টি দেশ ও কেন্দ্রের সাহায্যে স্প্রিন্ট বিশ্বকাপ ভেনু ও অফিস সমূহকে যুক্ত করবে ফোন, ফ্যাক্স এবং ভিডিও-এর দ্বারা।

সাংবাদিকদের এক্রেডিটেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং আবেদন সমূহ ট্রান্সমিট করা হবে স্প্রিন্টের পণ্য ও সেবার মাধ্যমে। এটাই তাদের কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বিশ্বব্যাপী স্প্রিন্টের উপস্থিতির ক্ষমতার গুণে প্রায় পাঁচ হাজার স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সাংবাদিক তাঁদের নিজ দেশে বিশ্বকাপ সংবাদ ও তথ্য পাঠাবে অহর্নীশ যাতে বিশ্বকাপের আনন্দ উত্তেজনা সবাই ভোগ করতে পারে সমানভাবে। বিশ্বকাপের সাথে স্প্রিন্টের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা বিশ্বকে দেখাতে চায় যে একটা আকর্ষণীয় ঘটনার কেন্দ্রে সাধারণ মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে স্প্রিন্ট কতটা তৎপর।

বিশ্বকাপ ছাড়াও স্প্রিন্ট হচ্ছে মার্কিন ঘরোয়া ফুটবলের গর্বিত সব স্পন্সর এবং প্রযুক্তি সরবরাহকারী। বহুবিধ তৎপরতা বিশিষ্ট এই আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ কোম্পানীটির বর্তমানে বার্ষিক রাজস্ব আয় হচ্ছে ৪০ হাজার কোটি টাকারও অধিক। একমাত্র স্প্রিন্টেরই রয়েছে সারা যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপী পূর্ণাঙ্গ ডিজিট্যাল ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক।

WorldCupUSA94

(৫০ নং পৃষ্ঠার পরের অংশ)

আমাদের দেশে ধূলাবালি আটকানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কমপিউটারের ঢাকনাটি খুললেই পুরু ধূলার একটা আস্তরণ দেখা যায় যা অনেক সময় শর্ট সার্কিট ঘটিয়ে কোন কার্ড বা মাদারবোর্ড কে নষ্ট করে দিতে পারে। এরকম কিছু ঘটার আগেই একটি শক্তিশালী ব্লোয়ার দিয়ে অন্তত প্রতি দুই মাসে একবার কমপিউটারের ভেতরটা পরিষ্কার করা উচিৎ। এতে করে অনেক সমস্যা থেকে বাঁচা যায়।

হার্ডওয়্যারে কোন সমস্যা দেখা দিলে সাধারণতঃ কমপিউটার কোন তথ্য দেয় বা বীপ শব্দ হয়। এগুলোর অর্থ বোঝার জন্য কমপিউটারের ইউজার ম্যানুয়ালটি হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে হার্ডওয়্যার রিপেয়ারিং বলতে সাধারণতঃ কার্ড পরিবর্তন করা বোঝায় যদিও আজকাল কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমপোনেন্ট লেভেলের রিপায়ারিং ও হচ্ছে। যদি error message থেকে বুঝতে পারেন কোন অংশে সমস্যাটি হচ্ছে তবে আপনি সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলোচনা করে দেখতে পারেন সেটি মেরামত করা সম্ভব, নাকি পরিবর্তন করতে হবে। ✪

কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ কমপিউটার জগৎ নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এক বছরের গ্রাহকগণ কমপিউটার জগৎ প্রকাশণার বইসমূহ থেকে পছন্দ মত ১টি বিনামূল্যে বই পাবেন।